Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.140-147
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতীয় গণতন্ত্রে নারী ক্ষমতায়ন, সংরক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক সমস্যা

নৌরিন সিদ্দিকি
স্বাধীন গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Women have a unique place in the development of every society. Not only in terms of numbers but also through various roles in public and private but from the very beginning of democratic system like other systems of governance, there has been reluctance in women's rights, women's representation, women's presence in government decision-making bodies. The issue of women empowerment is inextricably linked with the discussion of the development of a society. The status of women in India has always been inferior to that of a male-dominated society. Although the government of India has taken various measures for the advancement of women the expected results have not been achieved. In such a situation the main purpose of my article is -What is the role of women's political, social, economic, and educational perspectives in women's empowerment? What is the impact of various conservation policies and projects of the government on women's empowerment and what are the problems faced by the reserved elected women representatives in decision making and how to overcome this problem?

Keywords: women, empowerment, political, social, economic, etc.

ভূমিকা

"When she stopped conforming to the conventional picture of femininity she finally began to enjoy being a woman"

(Betty Fridman)

"I do not wish (women) to have power over man, but over themselves"

[Mary Wollstonecraft]

নারীদের এগিয়ে চলার জন্য প্রযোজন নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অগ্রাধিকার। ভারতে 'নারীর ক্ষমতায়ন' এই ধারনাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল৷ ১৯৭৫ সালের International Women of Year -এর পর থেকে । আরও সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, ওই বছরই প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত Committefor of status of women[CSWI] -প্রদত্ত 'Towards Equality' - নামক রিপোর্ট। ঐ রিপোর্টে ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থানকেই শুধু তুলে ধরা হয়নি তার সাথে নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও বেশি করে সম্প্রসারিত করা প্রযোজন সেই বিষয়ে আরোচনা করা হয়েছিল । জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী, "ক্ষমতায়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধক অপসারনের জন্য নিয়ন্ত্রন ও কর্মকান্ড গ্রহন করে" [people take control and action in order to remove obstacles]। ক্ষমতায়ন নারীকে নিজের মানবিক ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে নারীকে প্রশিক্ষিত করে তোলে। "ক্ষমতায়ন" শব্দটি মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে , রাজনৈতিক স্থায়িত্বকে পুনর্গঠন করতে এবং সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তন করতে মূল চাবিকাঠি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, "নারীর সফল হওয়া মানেই একটি জাতির অধিক সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়া"। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে মায়ানমারের রাজ্য কাউন্সেলর অং-সান-সুচি বলেছেন, "বিশ্বজুড়ে নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন সবার জন্য আর-ও যত্নশীল , সহনশীল , ন্যায়বিচার ও শান্তিপূর্ন জীবনযাপনে ব্যর্থ হতে পারে না" । তাহলে ব্যাপারটা খুব সহজেই বোধগম্য যে, ক্ষমতায়ন ব্যতীত সমাজ বা দেশের উন্নয়ন শুধু অসম্ভব নয় উন্নতির অন্তরায় বটে। ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে বীপরীত লিঙ্গের চেয়ে দারিদ্রের বোঝা ভারতে মেয়েশিশু ও মহিলাদেয় উপয়

ভারী হয়ে যায়। একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে মহিলারা এখনও একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় ৩৪% কম মজুরী পান [OXFAM , January, 2019]। এছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় নারীদের গৃহস্থালী কাজেও সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কোনও অধিকার থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের এই অবস্থান বদলানোর জন্য সবচেয়ে আগে প্রযোজন নারীদের আত্মসচেতনা বৃদ্ধি করা । আত্মসচেতনা মানে নারীর নিজের সম্পর্কে নিজেই উপলব্ধি করতে পারা , নিজেকে জানতে ও বুঝতে পারা । আর এই সচেতনতা বাড়ানোর মূল শক্তিই হল শিক্ষা । শিক্ষাই হতে পারে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু আত্মসচেতনা বৃদ্ধির এবং নারীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর প্রধান হাতিয়ার। একটি নারী যথাযথ শিক্ষিত হলেই অর্থনৈতিক দিক থেকে সে সাবলম্বী হতে পারবে এবং তার সাথে সে বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে তার রাজনৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের প্রধান লক্ষ্য সমাজে নারী প্রগতি, নারীর বিকাশ ও ক্ষমতালাভ ঘটানো এবং পার্থিব ও বৌদ্ধিক সম্পর্কের ওপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নঃ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন মূলত নারী সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করার পক্ষপাতী। অর্থাৎ অথনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীদের ক্ষমতাকে পার্থিব সম্পদ, যেমন ধনসম্পদ সম্পত্তির উত্তরাধিকার,চাকুরী , স্বনির্ভরতা ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চায় । মহিলাদের অর্থনীতিতে বিনিযোগ লিঙ্গ সমতা, দারিদ্র দূরীকরন এবং অন্তভূক্তিমূলক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির দিকে সরাসরি পথ নির্ধারন করে [উইদা তৌসিফ ,সেপ্টেম্বর২০,২০১৬]। একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষায় স্বীকার করেছে এবং তুলে ধরেছে যে, "no country can develop that and achieve it's full potential if half of it's population is lacked in non-remunerative, less productive and non- economic activies"[The Indian Express ,14th feb, 2020] অর্থাৎ নারীকে ব্যতিরেকে কোনও সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতি সাধন করতে পারে না । কিন্তু আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির অধিকার এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েরা পুরুষের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়েছে । তাই মহিলাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত জাতীয় নীতিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদের প্রতি নিরপেক্ষতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু তাই নয় , এই জাতীয় নীতিতে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য যেসব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে , সেগুলি হল :
প্রথমত: উৎপাদন ব্যবস্থায় মহিলাদের সামিল করতে অতি ক্ষুদ্র ঋণ ও ঋণ প্রদানকারী সংস্থাকে এমনভাবে জোরদার করতে হবে যাতে মহিলারা সহজে ঋণ পেতে পারে [National Policy for the Empowerment of the Women[2001] দ্বিতীয়ত: নারীরা যাতে আরও বিকশিত হতে পারে সেজন্য কর্মক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্তিমুলক করা এবং নারীরা যাতে স্বাধীনভাবে আয় করতে পারে তার সহ্যতা করা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে আরও বেশি ক্ষমতায়িত করা। তৃতীয়ত :-ক্রমশ বিকাশমান বিশ্ব অর্থনীতির সুফলগুলিকে নারী সম্প্রদায়ের উপর আরও বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কৃষি ও শিল্পে অন্তভূক্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার শিল্পক্ষেত্রে যেমন - ইলেকট্রনিক্স , তথ্য-প্রযুক্তি , খাদ্য প্রক্রিয়াকরন , কৃষিভিত্তিক শিল্প ও বস্ত্রশিল্পে নারীর যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে National Policy for the Empowerment of the Women[2001]। তাই বলা যেতে, পারে নারী মুক্তির প্রথম ও প্রধান শর্তই হল নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা । কিন্তু কর্মক্ষেত্র ভারতের নারীরা অনেকটাই পিছিয়ে । ভারতের অর্থনৈতিক শক্তিতে নারীদের অবদান খুবই সামান্য । নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রথম ‘ভারতীয় মহিলা ব্যাঙ্ক’ -এর উদ্বোধন করেন। যার মূল উদ্দেশ্যেই হল - মহিলাদের দক্ষতা বিকাশের জন্য তহবিলের উপর জোর দেওয়া [অরুন্ধতি চট্টোপাধ্যায় ২০০৬:১৪]। এই একইভাবে একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও মহিলারা যাতে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও দেখা যাচ্ছে ভারতে নারীর কর্মস্থানের হার খুবই কম এবং দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী মানুষের প্রায় ৭০% মহিলা । শিক্ষার সুযোগ , চিকিৎসায় সুযোগ প্রভৃতি সর্বক্ষেত্র থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এসবের ফলেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে তাদের আর্থিক দুরবস্থা। 'World Economic Forum' - এর 'Global Gender Report '[2020] -অনুযায়ী ১৫৩ টি দেশের মধ্যে একটি দেশও নারী ও পুরুষ সমতা অর্জন করতে পারে নি। এই জেন্ডার গ্যাপ সুচকে ভারতের স্থান ১১২তম যা নিঃসন্দেহে খুবই হতাশাজনক[The Economic Times Dec 17,2019]। এছাড়াও ২০১৭-২০১৮ সালের The Ministry of Statistics and Programme [MOSPI] - এর একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে , ভারতে কর্মরত মহিলার হার মাত্র ২২% সেখানে কর্মরত পুরুষের হার প্রায় ৭১% [The Hindu.20th june 2020] ভারতে কর্মরত নারীর এই বেহাল অবস্থার জন্য অনেকটাই দায়ী হল - নারীশিক্ষা । ২০১১সালের আদমসুমারী অনুযায়ী, ভারতের নারীদের শিক্ষার হার ছিল ৬৩.৫% সেখানে পুরুষের শিক্ষার হার 82.11% [Barriers to women Empowerment..., Pioneer .8th mar ,2019] অর্থাৎ বলা যেতে পারে , নারীর শিক্ষাগত পশ্চাৎপত্তি লিঙ্গবৈষম্যের একটি কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে । নারীদের বেশিরভাগ শ্রমটা সংসার আর সন্তান সামলাতে ব্যয় হয়।

বিশ্বব্যাঙ্ক অনুযায়ী , গৃহস্থালীয় ৯০% কাজ নারীদের করতে হয়। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় এ দেশে ঘরের কাজে নারীদের সংশ্লিষ্টতা খুবই বেশি। ২০১২ সালের একটা পরিসংখ্যান অনুযায়ী , ৮৪% ভারতীয় মনে করেন নারীদের চেয়ে পুরুষদের কাজ করার অধিকার বেশি। সংসারের স্বচ্ছলত্য থাকলে নারীদের চাকরী করার প্রযোজন নেই। আবার দেখা যায় যে , মাত্র ১০% ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান কোনো মহিলা । এই পরিস্থিতি দুর করার জন্য সবচেয়ে আগে প্রযোজন সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা। তবে বর্তমানে মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ছে । কিন্তু মেয়ের যতটা না ভালোচাকরি বা নিজেকে স্বাবলম্বী করার জন্য শিক্ষিত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল ‘উপযুক্ত পাত্র পেতে শিক্ষিত হচ্ছেন।'Half A Billion Rising :The Emergence of The Indian Women‘ -বইয়ের লেখক ও গবেষক অনিরুদ্ধ দত্ত বলেছেন , মেয়েরা শিক্ষিত হলে , যৌতুক কম দিতে হয়। এ কারনে ভারতে অনেক পরিবার মেয়েকে শিক্ষিত করে [শুভা জিনিয়া চৌধুরী ,জুলাই ১২,২০১৮]। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি এখনো বিশেষভাবে এগোয় নি। আবার ভারতে নারীর সংখ্যা কমছে তার প্রধান কারন হল - মেয়ে শিশুর ভ্রুণহত্যা। এইসব নারীর কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব ফেলছে। আবার এখানে নারীর আয় পুরুষের চেয়ে কম। ভারতের নারীরা ১৯% কম আয় করেন পুরুষের তুলনায় । যেখানে একটি নারীকে তার কাজের জন্য প্রতি ঘন্টায় ১৯৬.৩ টাকা দেওয়া হয় সেখানে একটি পুরুষকে দেওয়া হয় প্রতি ঘন্টায় ২৪২.৪৯ টাকা [The Economic Express ,march 17, 2019]। এখানে প্রশ্ন হতেই পারে নারীরা কেন এত কম মজুরী পান ? নারীদের কর্মসংস্থানে এত কম অংশগ্রহন কেন ? নিচে একটি পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখানো হয়েছে নারীরা কি কি বাধার সম্মুখিন হয়-

Source: Data from Wage indicator Foundation. The Data was collected between January 2015 and December 2017 from 20,994 respondents

উপরোক্ত কারনগুলি ছাড়াও বাল্যবিবাহ ও সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে অনেক নারী শিক্ষার সুযোগ পান না, চাকরি তো দুরের কথা । সার্বিকভাবে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে যে কারনটির জন্য তা হল - মহিলাদের কাজ করার ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা [যোজনা,২০০৬:১৪]। নারীদের এইসব বাধাগুলি কাটানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের বাইরে নারীদের জ্ঞান প্রশিক্ষণ এবং সর্বোপরি পুঁজির ব্যবস্থা করতে হবে । সেজন্য ব্যাঙ্কঋণের সহজলভ্যতা বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে শ্রী নরেন্দ্র মোদি ‘‘জনধন প্রকল্প’ শুরু করেন । যার ফলে ১৫ বছরের বেশি বয়েসি মহিলাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

শতাংশ ২০১৭ সালে দাড়িয়েছে ৭৭-এ যা ২০১১-এর তুলনায় ৫১ শতাংশ বেশি । এই প্রকল্পটির মূল লক্ষ্যই হল দেশের সব নাগরিকের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া [লেখা। চক্রবর্তী ও পীযুষ গান্ধী, অক্টোবর ,২০১৮:১২]। এছাড়াও ‘One Step Centre Scheme বা SAKHI "[2015] প্রকল্পের মাধ্যমে বর্ণ , শ্রেনী ধর্ম ও বৈবাহিক অবস্থান নির্বিশেষে মহিলাদের ব্যক্তিগত বা সরকারী স্থানে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে [INSIGHTIAS June 29.2019] । শহরে ও আধাশহর এমনকি গ্রামাঞ্চলে যেখানে কর্মসংস্থানের সুবিধা রয়েছে সেখানে কর্মজীবী মহিলাদের সুবিধা ও নিরাপদ আবাসনের জন্য 'Working Women Hostel "[2017] চালু করা হয়েছে [EXAMRACE march 6,2019] । এছাড়া Sexual Harassment of Women at Workplace [Prevention, Prohibition, Redressed] Act[2013] আইন কার্যকর হওয়ার পর কর্মক্ষেত্রে মহিলারা যৌন হয়রানির মতো অপরাধ কিছুটা হলেও কম হচ্ছে [The Hindu. march 11.2020]।

সুতরাং বলা যায়, অর্থনীতিতে মহিলাদের ক্ষমতায়নকে প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কারন ,অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হলেই মহিলারা ক্ষমতায়নের অনান্য ক্ষেত্র অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সুফলগুলি ভোগ করতে পারবে। মেয়েদের প্রতি বৈষম্য ও অবিচার দূরীকরণের একমাত্র উপায় হল আর্থিক স্ব-নির্ভরতা । তাই বলা যায় , মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই সামাজিক সাম্যে পৌছানোর একমাত্র চাবিকাঠি।

সামাজিক ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা: মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে সুনিশ্চিত করার জন্য সামাজিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন। ভারতীয় মহিলারা দেবী হিসাবে পূজা হওয়ার দিন থেকে শুরু করে অবমাননা ও হয়রানির শিকার হয়ে এসেছেন। বৃহত্তয় দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় , মহিলারা যেসব সামাজিক ব্যাধি তথা অন্যায়ের শিকার হন , সেগুলি হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো , লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক প্রথা , পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণচেতা মনোভাব ও অস্থিতিস্থাপকতা , মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় ক্ষেত্রে পারিবারিক বৈষম্যমূলক মনোভাব , বিবাহরীতি , পণপ্রথা , ধর্ষণ পুরুষদার বহুবিবাহ , স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের অসহায়তা , কন্যাভুণ হত্যা ও হত্যা , অ্যাসিড আক্রমণ ইত্যাদি [Anagha Poojari october 8,2015] । ন্যাশানাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্টে আমরা দেখতে পায় যে, পাচার, ধর্ষণ ,অ্যাসিড আক্রমন, যৌতুকের হত্যা -র মতো বিভিন্ন অপরাধ শিরোনামে রেকর্ড করেছে [ncrb.gov.in,201719].। এই রেকর্ড খুবই উদ্বেগজনক। সমস্ত ভারতীয়দের জন্য এই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা এবং নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করার উদ্যোগ এবং আইনকে উন্নত করা খুবই জরুরী। বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় মহিলা ও মেয়েদের দ্বারা যে প্রতিকূলতা রয়েছে তা দিন দিন উত্তোরাত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারত সরকার একাধিক সামাজিক ব্যাধি তথা অভিশাপসমূহকে উৎপাটনের শুভ উদ্দেশ্যে মহিলাদের সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে । এক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য , আবাসন , পরিবেশ , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি , কন্যা সন্তানের অধিকার ইত্যাদি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে [INDG September 5,2020] মহিলাদের আর্থ - সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন হল যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া । মহিলা ও বালিকাদের শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে , নিরক্ষরতাকে দুর করতে হবে , শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হবে , নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে , বালিকাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার প্রবনতা বন্ধ করতে হবে এবং শিক্ষার গুনমান বাড়িয়ে একদিকে জ্ঞান - তৃষা জাগিয়ে রাখতে ও অন্যদিকে মেয়েরা যাতে বৃত্তি , কারিগরি ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে [The Economic Times, June 19,2019] । কিন্তু আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজে সামাজিক রক্ষনশীলতা - বিশেষ করে মুসলমান , অনগ্রসর সম্প্রদায় ও উপজাতির মধ্যে নারী শিক্ষার প্রসারে বাধার সৃষ্টি করে। বাল্যবিবাহ এখনো অনেক জায়গায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হল সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রায় অপরিবর্তনীয় ধারনা। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আমরা দেখি যে ,ভারতবর্ষের সাক্ষরতার হার ৭৪.০৪% সেখানে নারী সাক্ষরতার হার ৬৫. ১৪% সেই তুলনায় পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮২.১৪ অর্থাৎ এখানেও যথেষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান [The Hindu, march 11,2020] । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘বেটি বাঁচাও ও বেটি পড়াও’ [২০১৫] নামক একটি প্রকল্পের সুচনা করেন। এই প্রকল্পের ফলে দেখা যাচ্ছে যে নারীদের Gross Enrolment Ratio দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছেলেদের থেকে [The Economics Time, june12.2019]। সাম্প্রতিককালে জাতীয় শিক্ষানীতিতে [New Education policy 2020] তে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করার কথা বলা হয়েছে [The Hindu, august 2.2020]। শিক্ষা ছাড়া যেমন মেয়েদের ক্ষমতা প্রদান করা যায় না ঠিক একইভাবে মহিলা সম্প্রদায়ের আর্থ - সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুতুপুর্ন হল তাদের স্বাস্থ্যের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা। ১৯৫৪ সালে কায়রোয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষনা করা হয় “ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও ক্ষমতায় অধিকার এবং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থা খুব গুরুতৃপুর্ন বিষয় বাচ্চাদের দেখভাল এবং ঘরকন্নার যৌথ দায় দায়িত্ব সহ উৎপাদনশীল এবং প্রজননকালীন জীবনে নারী ও পুরুষ উভয়ের পূর্ণ অংশগ্রহন এবং অংশীদারিত্ব জরুরী’ [যোজনা ,অক্টোবর ,

২০১৮] । ভারতের জাতীয় স্বাস্থনীতি (২০১৭] তে পরিবার - পরিকল্পনা গ্রামাঞ্চলে নারী - পুরুষের বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ রক্ষা করা, কন্যা ভুণ হত্যা রোধ করা, প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ ও পুষ্টির লক্ষ্য রাখা , বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা , শৌচাগার ও স্বাস্থবিধি রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের কথা বলা হয়েছে [The Indian Express ,mar 22.2017] । সর্বোপরি 'সুসংহত শিশু বিকাশ কর্মসূচী' [১৯৭৫] -তে গর্ভবতী নারী , প্রসূতি মা এবং ০-৬ বছর পর্যন্ত শিশুর পরিপূরক পুষ্টি , প্রতিষধক টিকা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে [SOCIAL WELFARE,WOMEN & CHILD DEVELOPMENT .november 25,2020]। এছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যকম' [২০১৪] -এর সুচনা করা হয়েছে , যার মুল লক্ষ্য হল বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি ও তথ্য পরিবেশন করা, পুষ্টি উন্নত করা ,যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নত করা ,পদার্থের অপব্যবহার রোধ করা যোজনা ,২০১৮:৯]। তার সাথে সাথে Dowry Prohibition act [1961] ও Prohibition of child Marraige act [2007] চালু হওয়ার ফলে কিছুটা হলেও যৌতুকের জন্য বধু হত্যা এবং বাল্যবিবাহ আগের থেকে কমেছে।ভারতীয় সংবিধান সমতা এবং মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত মহিলাদেরকে কিছু সাংবিধানিক এবং আইনী সুযোগ -সুবিধা দেয় । ভারত সরকার বিভিন্ন সরকারী নীতি ও আইন দ্বারা মহিলাদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার মান উন্নত করার জন্য আরও কর্মসুচী গ্রহণ ও সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আরও উদ্যোগী হতে হবে। তাহলেই আমরা শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ ,সৱ কা বিশ্বাস-এর মূল লক্ষ্যে পৌছাতে পারব [The Economic Times, December 22,2020]।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: একটি নারীকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়িত করতে গেলে তাকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগহন করার সুবিধা দিতে হবে। তাই আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের সাথে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিও অত্যন্ত তাৎপর্যপুণ। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মধ্যে ভোটদানের অধিকার , নির্বাচিত হবার ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন হল নারীর অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বিষয়ে লেনিনের একটা বক্তব্য উল্লেখ না করলেই নয় – "যদি আমরা নারীদের বাইরের কাজের জন্য , সামরিক বাহিনীর ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যে টানতে না পারি, যদি আমরা তাদের ঘরকন্না ও রান্নাঘরের প্রানহীন আবহাওয়া থেকে ছাড়িয়ে না আনি তাহলে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব আর সমাজতন্ত্রের কথা দুরে থাক ,প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়" ['নারী ও রাজনীতি' , অধ্যাপক মো: আব্দুল মান্নান ও সামসুন্নাহার মেরী, পৃষ্ঠা -২৫]। অর্থাৎ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাঠামোর মধ্যে আমাদের আইন ,উন্নয়ন নীতি, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিগুলির মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে । দুখের কথা এই যে, বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এমনকি এই বিশ্বায়ন ও আধুনিকীকরনের যুগেও রাজনীতিতে মহিলারা তাদের প্রধান রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ ভোটাধিকার লাভ করে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন সংস্কার বিল- এর মাধ্যমে, যা কার্যকর হয় ১৯২৯ সালে। তবে এই ভোটাধিকার বিভিন্ন শর্তের মুখবর্তী হয়েছিল যেমন - [1] মহিলাটিকে অবশ্যই বিবাহিত হতে হবে । [২] তাকে সম্পত্তির মালিক হতে হবে এবং [৩] তাকে শিক্ষিত হতে হবে -এই সব শর্তের জন্য মহিলা ভোটারের সংখ্যা খুব একটা বৃদ্ধি পায় নি কিন্তু ১৯৩৫ সালের Government of India Act - এ প্রথম শর্তটি তুলে দেওয়ার ফলে মহিলা ভোটারের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছিল [কল্যাণী বন্দোপাধ্যায় ,২০০০:১২৭ ১২৮] । ১৯৭৪ সালে Committee for status of women [CSWI] -প্রদত্ত Towrads Equalityনামক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে , স্বাধীনতায় ২৭ বছর পরেও ভারতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় মহিলারা কোনো রকম আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদা না থাকার ফলে এরা সমাজের লঘিষ্ঠ শ্রেণিতে পরিনত হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল । মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করা দরকার [Kunal Sharma 2017:80-85]। বলবন্ত রাই মেহেতা [১৯৫৭] কমিটির সুপারিশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সুচনা হয় এবং এই কমিটি পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে দুইজন করে মহিলাকে কো-অপ্ট করার সুপারিশ করেছিল [Pamela Singla, ২০০৭:৯৮]। ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পর্যালোচনার জন্য ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত অশোক মেহেতা কমিটি গ্রামোন্নয়নে মহিলাদের যুক্ত করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেন [M Laxmikant,2017:38.4-38.5] । রাজনীতিতে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি হল - ১৯৯২ সালের ৭৩ -তম ও ৭৪ -তম সংবিধান সংশোধন । এই দুটি সংশোধনী আইন তৃণমূল স্তরে যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌর সভাগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন [৩৩.৩%] সংরক্ষনের বিষয়টি [তপশিলী জাতি ও উপজাতি সহ] বাধ্যতামুলক করেছে। আবার তপশিলীজাতি ও উপজাতি জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের জন্য নূন্যতম যে আসন নির্দিষ্ট থাকে তার-ও এক - তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। তাছাড়াও সংরক্ষনের বাইরেও গ্রাম ও ব্লক স্তরে সাধারন সদস্য এবং প্রধানের পদের জন্য যে কোনো মহিলার নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার আছে । ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই

মহিলাদের অংশগ্রহনের হার কোন কোন ক্ষেত্রে ৩৩% অতিক্রম করেছে [কল্যাণী বন্দোপাধ্যায় ,২০০৯:১২২-১২৮] । ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই মহিলাদের অংশগ্রহনের হার ৩৩% অতিক্রম করেছে তা নিম্নে প্রকাশিত রাজ্য ভিত্তিক তালিকার মাধ্যমে দেখানো হল –

Sl. No	State	Number	Reservation (%)
1	AP	129028	50.0
2	HP	13947	52.6
3	WB	19762	50.0
4	Kerala	9907	50.5

Source: Measuring Devolution on Panchayats in India: A Comparison across States empirical assessment 2013-14

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের সুবাদে তৃণমুল স্তরে শুয়ে মহিলাদের অংশগ্রহনের মাত্রা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় , যে সমস্ত সদস্য রয়েছেন তারা কি আদৌও তৃণমূল স্তরের রাজনীতির যোগ্য ? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাদের শিক্ষার মান স্কুলের প্রাথমিক গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ । অনেকে আবার নিজের নামটুকুই লিখতে জানে না তাহলে সরকারী নথিপত্র পড়বে এবং সরকারী কাজ করবেন কি করে ? ফলত তাদের মধ্য রাজনৈতিক সচেতনার-ও অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধা দেওয়া হলেও আদৌও বাস্তবায়িত হচ্ছে, না নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবলই 'প্রতীকী' হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ? এই প্রশ্ন একটা থেকেই যায় কারণ ১৯৫২ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারতে মাত্র একজন মাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ও একজন মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছে । ৩১ টি রাজ্যের মধ্যে ১৪টি রাজ্যের একটিও মহিলাও মুখ্যমন্ত্রী নেই [কোমল গেসালা ,এপ্রিল ২০১৯] । নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে মহিলাদের সাধারন নির্বাচনে অংশগ্রহনের পরিসংখ্যানে দেখানো হল :

Table 1. Voting Percentage in General Elections 1951-52□ 2014

General Elections	Year	Male %	Female %	Total %
First	1951 - '52	NB: Gender-wise break-up of electors of General Elections conducted before 1971 is not available.		61.16
Second	1957			63.73
Third	1962		46.63	55.42
Fourth	1967	66.73	55.48	61.33
Fifth	1971	60.09	49.11	55.27
Sixth	1977	65.63	54.91	60.49
Seventh	1980	62.16	51.22	56.92
Eighth	1984 -'85	61.2	58.6	64.01
Ninth	1989	66.13	57.32	61.95
Tenth	1991 -'92	61.58	51.35	55.88
Eleventh	1996	62.06	53.41	57.94
Twelfth	1998	65.72	57.88	61.97
Thirteenth	1999	63.97	55.64	59.99
Fourteenth	2004	61.66	53.3	58.07
Fifteenth	2009	60.24	55.82	58.21
Sixteenth	**2014**	**67.09**	**65.30**	**66.40**

Source: Election Commission of India

Source: PIB release and Election Commission of India data
https://www.business-standard.com/article/elections/women-s-day-data-shows-importance-of-women-voters-in-2019-polls-119030800414_1.html

উপরোক্ত ছক থেকে এটা পরিষ্কার যে, মহিলাদের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহনের সংখ্যাটা আগের থেকে অনেকটা ভালো কিন্তু সন্তোষজনক নয়। রাজনৈতিক অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে মহিলারা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন । প্রধান চ্যালেঞ্জ গুলি হল - যৌন নির্যাতন এবং বৈষম্য। এমনকি সংরক্ষনের পরেও দলিত মহিলারা সহিংসতার হুমকিতে নির্বাচন থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। অনেকসময় দেখা যায় যে, মহিলারা ভোট দিলেও তাদের ভোটদানের সিদ্ধান্তটি [অর্থাৎ কাকে ভোট দেবে] পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতের অধিকাংশ মহিলা তাদের অধিকার এবং আইন সর্ম্পকে অসচেতন (কোমল গেসালা, এপ্রিল ৯,২০১৯) । তাহলে এই প্রশ্নটি থেকেই যায় যে,আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সভ্যতার এত অগ্রগতি হওয়ার পরেও নারীর অবস্থান কোথাও কি আদৌও কোনো পরিবর্তন হয়েছে ? কারন ভারতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নারীদের কোনও স্থান নেই তা সে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিই হোক কেন বা সামরিক বাহিনী, প্রতিরক্ষা , রেল প্রভৃতি গুরুত্বপুর্ণ দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকের স্থানে পুরুষের একচ্ছত্র অবস্থান লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ নারীর সিদ্ধান্ত প্রনয়ন করার কোনোও অধিকার নেই। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো কি আমাদের বোঝাতে চাইছেন যে, নারীর স্থান সেই স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশু উন্নয়ন,নারী সুরক্ষা প্রভৃতি দপ্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । তাহলে এটা বলা যেতেই পারে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের সমাজে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এখনো পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত , তা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক । সমাজের এই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর জন্যই অনেক সময় মহিলাদের যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও তার সদ্বব্যবহার করতে তারা ব্যর্থ হন। ভারতীয় সরকারকে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহন ও সিদ্ধান্ত প্রনয়নের ক্ষেত্রে বাধাগুলি যাতে কাটিয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ন পদক্ষেপ হল সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর তথা মনোভাবের পরিবর্তন সাধন। তবেই ক্ষমতায়নের মূল উদ্দেশ্যে পৌছনো যাবে।

উপসংহার: এই অধ্যায়নটিতে ভারতীয় মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটা স্পষ্ট যে, নারীর অবস্থা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগে তাদের অবস্থানের অবনতি হলেও এই আধুনিক ভারতে নারীর অবস্থানে অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই একবিংশ শতাব্দীতে অনেক মহিলা রয়েছেন যারা সরকারী অফিস এবং বেসরকারী সংস্থায় উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। সাম্প্রতিককালে নারী শিক্ষায় অকল্পনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। সরকার দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচী এবং নানা রকম কল্যাণমুলক পদক্ষেপের জন্য আজ ভারতীয় নারীরা আগের থেকে অনেক বেশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ,তারা অনেক বেশি স্বাধীন, সমাজের কু-প্রভাব সম্পর্কে সচেতন। আজকের নারীরা নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিজস্ব মতামত প্রদান করতে স্বমহিমায় আবির্ভূত হয় । ইদানিংকালে মহিলা দিবসটি [women's day) মহিলাদের সৌন্দর্যকে তুরাণিত করার জন্য উৎযাপিত হয় না, বরং মহিলাদের সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা আনতে পালিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে ,ভারতে যেভাবে নারীরা আজ ঘরে-বাইরে সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে করে সেই আশার আলো দেখতে পাই যে নারীরা একদিন নিজের মর্যাদা অর্জন করে নেবে নিজের বলেই। সেদিন আলাদা করে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্ন আর উঠে আসবে না।

Notes and References

1) Goyal, O(ed) (2015),' Interrogating Women's Leadership and Empowerment', SAGE Publication, pp80-84
2) Sinha, Niroja. (2007), 'Empowerment Of Women Through PoliticalParticipation ' Delhi, Kalpaz publication, pp 10-24
3) J, J, Ghatak, N., Menon. , N, Dutta, and Shreekanth (2019), 'Women's EducationAnd Empowerment in Rural India, pp 2-12
4) বন্দাপাধ্যায়, কল্যাণী (২০০০) ‘নারী শ্রণী ও ধর্ম: নিম্ন বর্গের নারীর সামাজিক অবস্থান Howrah, Manuscript India, পৃষ্ঠা ১২৭-১৩৫
5) বন্দাপাধ্যায়, কল্যাণী (২০০৯) , ‘রাজনীতি ও নারীশক্তি:ক্ষমতায়নর নবদিগন্ত | কলকাতা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ১২২-১২৮
6) ব্যানার্জী , দেবশ্রী এবং সেনগুপ্ত, মধুবালা (২০১৮), NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY STUDY MATERIAL ,PG EDUCATION ,Paper - viii(E3), Modules1&2 pp 10-80
7) Ramachandran, Prema, 'WOMEN, HEALTH AND DEVELOPMENT’, যোজনা, October 2018, pp 52-55

8) Singla ,Pamela (2008), 'Womens's Participation in Panchayati Raj :Nature and effectiveness, a Northern India Perspective', Rawat Publication',pp 98
9) চট্টোপাধ্যায় , অরুন্ধতী (২০০৬) "কর্মদ্যোগের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন', যোজনা January, পৃষ্ঠা 38
10) চক্রবর্তী লেখা ও গান্ধী পীযুষ ,'আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরন :মহিলাদের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার, যোজনা ,অক্টোবর, পৃষ্ঠা ১৩-১৫
11) সুদন ,প্রীতি (২০১৮) মাতৃ ও শিশু কল্যাণেই প্রকৃত ক্ষমতায়ন, যোজনা ,পৃষ্ঠা । ৯-১০।
12) আর. এম. সুদর্শন, (২০০৬) মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন, যোজনা, পৃষ্ঠা ৩৮- ।
13) শ্রীবাস্তব, পি (২০১৬)'রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : মহিলা ও পঞ্চায়েতী রাজ, যোজনা
14) সাহানে নিলম, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন :সকলের সম্মান সকলের উত্থান, যোজনা, August2018, পৃষ্ঠা, 7-9
15) গেসালা ,কোমল (২০ ১৯) 'women and Political Participation in India '.
16) সুভা চৌধুরী জিনিয়া 'ভারতে কর্মজীবী নারীর এই হাল!' জুলাই ১৯, ২০১৮
17) Tuasif, Wida,' Barriers to Women's Economic Empowerment',20th September 2016.
18) Tiwari Nupur (20120,'WOMEN AND PANCHAYATI RAI', Yojana,pp36-37
19) Ajani Ritu, 'WOMEN EMPOWERMENT: Role of Education', BW BUSINESS WORLD, 31st March 2019
20) Empowered women, Empowered Country My GOV Blog [National Informatics Centre), June 6, 2017
21) The Indian Express (2020) 'Educate Women and Empower: Because when you educate a girl, you educate a nation' The Indian Express, March 4
22) The Hindu (2020)' The Indian Explains what was the National Education Policy 2020 proposed?' by Priscilla Jebraj, The Hindu, August 2, 2020.
23) The Economic Times (2019) "Survey to evaluate 'Beti Bachao Beti Padhao' progress" by Anchal Bansal, June 12.
24) The Hindu[2020) 'The Decade of Women' The Hindu, January
25) The Hindu[2020]'Women's economic empowerment a long term solution to combating gender violence's Hindu, March 13
26) https://www.fairobserver.com/region/centralasia/socialperspectiveempowering-womenIndia -12804/